

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-1৭১  তারিখঃ ১৭ই জুলাই ২০২৩

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ**

**গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন - ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ**

“শিশুদের একটি অংশ মানবিক মর্যাদা পাচ্ছেনা। শিশু গৃহকর্মীদের শতকরা ৯০ শতাংশ কন্যা শিশু। একটি শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে জানান দেয় যে, সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার কিছু অধিকার প্রাপ্ত হয়। অথচ, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা তাদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হয়।গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কতজন শিশু গৃহকর্মী রয়েছে তার পরিসংখ্যান করা হয়েছিল ২০০৭ সালে। এরপর ১৫ বছরেও শিশু গৃহকর্মীদের বিষয়ে আর কোন জরিপ হয়নি, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।” আজ সকাল 11 টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্মেলন কক্ষে একশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট এর আয়োজনে “ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি ও আইনি বাস্তবতা” শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন এসব কথা কলেন।

তিনি বলেন, গৃহকর্মে যাতে শিশুদের নিয়োগ করা না হয় সেজন্য নিয়োগকর্তাদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন করতে হবে। সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করতে হবে। পাশাপাশি, গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়নের বিষয়েও আমাদের একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে।

সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তোমকো উচিয়ামা, কান্ট্রি ডিরেক্টর, শাপলানীর, হালিমা আক্তার, এডুকো বাংলাদেশ, শাবনাজ জাহেরিন, চাইল্ড প্রটেকশন স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ, নাসিমা আক্তার জলি, সেক্রেটারি, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, এম এ করিম, নির্বাহী পরিচালক, একশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, এম রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।